

③) $\text{H}_2\text{SO}_4 = \text{H}^+ + \text{HSO}_4^-$ বিক্রিয়া = অ. ক্ষ. বিক্রিয়া, H_2SO_4 = অ. ক্ষ.
 $\text{HSO}_4^- = \text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-}$ বিক্রিয়া = অ. ক্ষ. বিক্রিয়া, HSO_4^- = অ. ক্ষ.

(৫) কোটের হাতিয়ে বোঝা=পড়ার স্বাধীনতা= কত আয়না বা বিদ্যকি
 টিএম=পড়=হাতিয়ে নিতে চাইলে=লোক আদায়ত তার বিচার করে,

উপস্থাপনা:- হেলাক আদালতের নাম থেকেই সেই আদালত গড়ে তোলা
উদ্দেশ্য প্রকাশ্য, হেলাক আদালত হল- জনগণের আদালত
সেই আদালতের স্বার্থকে বিস্তারিত অধিকাংশ ক্ষেত্রে -

(1) অর্থ-সীমার আ :- লোক-আদান-প্রতি-বিচার-প্রক্রিয়ায় দীর্ঘকাল ধরে
শাকনা। অতএব-একো-বিচার-কর্তৃক-সীমার-আ-সং,

(11) অপচয়ঃ স্থানঃ :- বিবোধিতকতি-মীমাংসা-শূভমঃ লোক-বিদ্যা-
অর্থঃ-অপচয়ঃ স্থানঃ , অর্থঃ-অর্থঃ-দীপ-দীন-কাল-
সামান্য-চল্যঃ-অর্থঃ-স্থানঃ , অর্থঃ-অর্থঃ-স্থানঃ ,

[illegible]

(iv) অর্থ-সুচিবৃত্ত:- দুইটো অর্থ-সুচিবৃত্তের মাধ্যমে উল্লিখিত অর্থ-সুচিবৃত্ত-সমূহের আর্থিক-সুবিধা হয়।

(v) সুখ-বিচার :- ~~এ~~ দীর্ঘদিন বীর কৃষ্ণান আমলা-চন্দ্র-আকুল-
সুখ-বিচার পাওয়া যায়। ~~এ~~ লোক বিদ্যালয়-এই আমলা-
বিচারি কল :- সুখ-বিচার পাওয়া যায়।

১২/০৪/২০২০ আইনগত অধিকার - নিয়ন্ত্রণ কী কী বাদ্যযন্ত্র নেওয়া
 হয়? ১ আইনগত অধিকার দুইটি অর্থাৎ আইন অধিকার ১
 ১ আইনগত অধিকার প্রথম অর্থাৎ আইনগত আইন Computer Network
 Mobile Phone বা অন্য প্রযুক্তির সাহায্যে সংযুক্ত, অন্য প্রযুক্তির ব্যবহার
 ব্যবহার করা এবং সুস্থিত সারা বিশ্বের সাথে ভারতও প্রত্যেক
 বিদ্যার কারণে, কিন্তু এর পাশাপাশি অন্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অপরাধ
 বৃদ্ধি পাচ্ছে, তবে ২০০০ সালে ভারতীয় পার্লামেন্টে অন্য প্রযুক্তি
 আইন প্রণয়ন করে, এই আইনে আইনগত অধিকার - নিয়ন্ত্রণ প্রণয়ন
 বাদ্যযন্ত্র প্রণয়ন করা হয়েছে।

মূল আইনটি ৭৭টি বিধি, ১৩টি অধ্যায় ও ৭৭টি
 আনুষঙ্গিক বিধিমালা করা হয়েছে, এই আইন সারা দেশে প্রযোজ্য,
 ভারতীয় Computer Network-এর সাথে যুক্ত অপরাধ প্রণয়ন
 বিধিমালা - এই আইনের অধীন বিধিমালা করা হয়, ২০০৮ সালে
 এই আইনে সর্ব সংশোধন আনা হয়, এই সংশোধনিত আইন
 করে SMS, MMS, কোনো অন্য যন্ত্রাংশ; কিন্তু পার্লামেন্টের সাথে
 বিধিমালা অধিকার অধিকার আনা হয়,

৬৫ নং বিধি Computer Source, Computer
 Computer Program, System বা Computer Network ব্যবহার
 করে কোনো Source বা Code উদ্ভাৱন করা হলে ১০ নং বা
 পরিবর্তন করা হলে সর্বাধিক ৩ বছরের জেল এবং ২ লক্ষ টাকা
 পর্যন্ত জরিমানার শাস্তি করা হয়েছে, ৬৬ নং বিধি অনুসারে
 Computer System কে Hacking করে মূল তার জনস্বার্থের
 সাথে যুক্ত কোনো অন্য ক্ষেত্রে ফোলার বা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে করা
 হলে সর্বাধিক ৫০ বছর জেল এবং ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা এবং ৩ বছরের
 কারাদণ্ডের শাস্তি করা হয়েছে।

৬৬(১) নং বিধি অনুসারে কোনো ব্যক্তি Computer
 Resource বা যন্ত্রাংশের Device টি চুরি করে অথবা সর্বাধিক
 ১ লক্ষ টাকা জরিমানা ও ৩ বছরের জেল হতে পারে, ৬৬(২) নং বিধি
 অন্য ব্যক্তির Password চুরি করে অন্য Digital মাধ্যমে
 ব্যক্তিগত প্রাপ্যতা করা হলে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা ও ৩ বছরের জেল
 হতে পারে, ৬৬(৩) নং বিধি প্রথম অধ্যায় অধিকার ক্ষেত্রে চুরি
 তার ব্যক্তিগত চুরি প্রমাণ করা হলে অন্তর্ভুক্ত ক্ষতি হতে পারে।

৬৭ নং বিধি কোনো ব্যক্তি যদি অপরাধের বাস্তব
 প্রমাণের বা উদ্ভাৱন বা বাস্তব প্রমাণ করে সর্বাধিক ২০
 অথবা ২০ বছর ব্যক্তির সর্বাধিক ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা এবং
 ৫ বছরের জেল হতে পারে। ৬৭(১) নং বিধি মোবাইল-ফোন
 বা অন্য যন্ত্রাংশে চুরি প্রমাণের অপরাধ ৭ বছরের জেল এবং
 ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানার শাস্তি করা হয়েছে। ৬৭(২)
 নং বিধি কিন্তু পার্লামেন্টের আইনগত ৭ বছরের জেল এবং

10 ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଲେଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ, 69 ନାମ ବିଷୟ, ନିଜର
ଆର୍ତ୍ତ(ଡୋକ୍ତ୍ରିନ)ର 3 - ବିଶାଳତା ସ୍ୱରୂପ. Computerର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ
ଆର୍ତ୍ତ(ଡୋକ୍ତ୍ରିନ) 7 ବର୍ଷର ବ୍ୟବହାର 3 ଆର୍ତ୍ତ(ଡୋକ୍ତ୍ରିନ) ଡାକିଲେଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ
ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ,